বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৶০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক
আহমদী

দশম বর্ষ — সপ্তদশ সংখ্যা

১৫ই মাহে তবুক—১৩১৯ হিঃ, শঃ] — [১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم
هوا لنا صر

আহমদীয়া জমাতের সাফল্য-লাভের উপায়

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফতুল-মসিহ সানির (আইঃ) ২৮শে জুন তারিখের খোৎবার সারমর্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন:—

প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক কার্য্যের জন্য খোদাতা'লা বিভিন্ন পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দুনিয়াতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকারের কাজ এবং বিভিন্ন লোক রহিয়াছে, তদ্রূপ বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকের জন্য বিভিন্ন পন্থাও রহিয়াছে। যথা—এক ব্যক্তি যদি এক বাড়ীতে যাইতে চায় এবং সে সেই বাড়ীর উত্তর দিকে থাকে, তবে সেই বাড়ীতে পৌঁছিতে তাহাকে দক্ষিণ-মুখী রাস্তা ধরিতে হইবে। তদ্রূপ যাহারা সেই বাড়ীর দক্ষিণ, পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে থাকে তাহাদিগকে যথাক্রমে উত্তর-মুখী, পশ্চিম-মুখী ও পূর্ব্ব-মুখী রাস্তা অবলম্বন করিতে হইবে। বাড়ী একটিই, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে পৌঁছিবার জন্য বিভিন্ন রাস্তা অবলম্বন আবশ্যক। আমাদের নামাজের কথাই ধরুন—যাহারা কাবা-শরীফের পূর্ব্ব দিকে আছে তাহারা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে, যাহারা পশ্চিম দিকে আছে তাহারা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়ে; তদ্রূপ যাহারা দক্ষিণ দিকে আছে তাহারা উত্তর-মুখী হইয়া এবং যাহারা উত্তর দিকে আছে তাহারা দক্ষিণ-মুখী হইয়া নামাজ পড়ে। বস্তুতঃ, কাবা-শরীফের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবার বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন পন্থা রহিয়াছে।...

মোট কথা, বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন পথ রহিয়াছে। কেহ যদি একটি সাধারণ গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, তবে তাহাকে সেই গৃহের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু কেহ যদি একটি সরকারী অফিস-গৃহে প্রবেশ করিতে চায় তবে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হইবে। কিন্তু কোন কোন লোক অজ্ঞতা বশতঃ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কোন বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে দেখিয়া নিজেদের জন্যও সেই পন্থাকেই কল্যাণকর মনে করে। আজকালকার মোসলমানদেরও এই অবস্থা। পার্থিব দিক দিয়া উন্নতিশীল কতিপয় জাতিকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, দল-বল ও ধোকাবাজী ইত্যাদি দ্বারা উন্নতি করিতে দেখিয়া তাহারা মনে করে, মোসলমানদের উন্নতি-লাভের পন্থাও বুঝি তাহা-ই।

ভারতের মোসলেম জন-সাধারণের যখন এই ধারণা প্রবল হইয়া উঠিল যে, মোসলমানদের এখন জেহাদ করা আবশ্যক, তখন মোসলমান ওলামা শ্রেণীও (পণ্ডিত-মণ্ডলী) এই বলিতে লাগিল যে, জেহাদ অবশ্যই করিতে হইবে, জেহাদ না করিলে মোসলমানদের ইমান 'কামেল' (পূর্ণ) হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যদি তাহারা বলে, এখন জেহাদ প্রয়োজনীয় নহে, তবে যাহাদের নিকট হইতে তাহাদের রুটি লাভ হয় তাহারা রুটি বন্ধ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে, যখন লোক-মধ্যে গান্ধিজীর প্রভাব বাড়িয়া উঠিল এবং লোক বলিতে লাগিল যে, অহীংসাই সফলতা লাভের উপায়, তখন সেই ওলামাগণই সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল, জেহাদ কোন অবস্থায়ই জায়েজ নহে; কারণ, গান্ধিজীর অহীংসা নীতি অনুযায়ী কখনো কোন অবস্থায়ই তরবারী ধারণ জায়েজ নহে। গান্ধিজীর এই নীতি ইসলামের শিক্ষার বিপরীত, না সাপক্ষে মোসলমান মৌলবীগণ তাহা বিচার করিল না। যখন তাহারা দেখিল যে, দেশে অহীংসা আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, জেহাদ কোন অবস্থায়ই জায়েজ নহে। অথচ এক সময় এই ওলামাগণই বলিয়াছিল যে, এমন কোন মুহূর্ত্তই নাই যখন জেহাদ 'ওয়াজেব' (করণীয়) নহে।

এই দুইটি ধারণাই এরূপ মারাত্মক যে, ইহাদের দ্বারা রসুল করীমের (আঃ) অর্দ্ধেক জীবনই বেকার হইয়া যায়। যদি জেহাদ প্রতি মুহূর্ত্তেই 'ফরজ' (অবশ্য কর্ত্তব্য) হইয়া থাকে তবে তাঁহার মক্কার জীবন আপত্তিকর সাব্যস্ত হয়, আর যদি জেহাদ কোন সময়ই ফরজ্ না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার মদিনার জীবন আপত্তিজনক হয়।...

বস্তুতঃ এই ওলমাগণ রসুল করীমের (সাঃ) আধ্যাত্মিক জীবনকে দুই টুক্‌রা করিয়া কখনো প্রথমটি অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয়টি ছাড়িয়া দিয়াছে, কখনো দ্বিতীয়টি অবলম্বন করিয়া প্রথমটি ছাড়িয়া দিয়াছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) সর্ব্বদাই এ সম্বন্ধে সঠিক পন্থা পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জেহাদ কতিপয় শর্ত্তের সহিত সংবদ্ধ, যখন সেই শর্ত্ত-সমূহ বিদ্যমান থাকে, তখন জেহাদ ফরজ্ হয় এবং যাহারা জেহাদ না করে তাহারা গোনাহ্‌-গার হয়, কিন্তু সেই শর্ত্ত-সমূহ যখন বিদ্যমান না থাকে,

তখন জেহাদ না-জায়েজ হয় এবং তখন যাহারা জেহাদ করে তাহারাই গোনাহ্‌গার হয়। কোন কোন অবস্থায় জেহাদ করা অন্যায়, তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রসুল করীম (সাঃ) মক্কার জীবনে জেহাদ করেন নাই; পক্ষান্তরে কোন কোন সময় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও স্বীয় অধিকার সংরক্ষণার্থ তরবারী ধারণের আবশ্যক হয়, তাই আমরা রসুল করীমকে (সাঃ) মদিনার জীবনে তরবারী ধারণ করিতে দেখিতে পাই। এই রূপে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মক্কা ও মদিনার উভয় জীবনই চিরঞ্জীব হইয়া যায় এবং জগতের জন্য চির-আদর্শ রূপে বিরাজ করে। যদি প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শনের এবং ধৈর্য্যের সহিত অপরের জুল্‌ম সহ্য করিবার প্রশ্ন উঠে, তবে আমরা রসুল করীমের (আঃ) মক্কার জীবন পেশ করিয়া বলিতে পারি, তের বৎসর অনবরত তিনি কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন বরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কেহ যদি একথা বলে যে—কোন কোন দুষ্ট-প্রকৃতির লোক এরূপ আছে যে, যে-পর্য্যন্ত তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া না দেওয়া হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহারা অন্যায় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে না এবং পুণ্য ও ধর্ম্মকে মিটাইবার চেষ্টায় নিরত থাকে, এরূপ লোকের প্রতিকার প্রতিদ্বন্দিতা ছাড়া আর কিছুই নাই—তবে আমরা বলিব, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মদিনার জীবনে এই আদর্শও বিদ্যমান রহিয়াছে।

আজ কংগ্রেসও বাধ্য হইয়া সেই নীতিই অবলম্বন করিয়াছে—যাহা ইসলাম জগতের সামনে পেশ করিয়াছে, এবং কংগ্রেস আজ গান্ধিজির "অহিংসা-নীতি" পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছে। এই সপ্তাহেই কংগ্রেস এই মর্ম্মে এক রিজলিউসন পাস করিয়াছে এবং গান্ধিজিকে নেতৃত্ব হইতে অবসর করিয়াছে। জন-মতের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আজ পূর্ব্বোক্ত মৌলবীগণই আবার বলিবে, 'অহিংসা-নীতি' সর্ব্বাবস্থায় পালন-যোগ্য নহে, কখন কখন কঠোরতাও অবলম্বন করিতে হয়।

আজ জগতে এরূপ কে আছেন, যিনি এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, যাঁহার শিক্ষা পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক সেদিক হয় নাই? একমাত্র হজরত মসিহ্ মাউদই (আঃ) সেই ব্যক্তি যাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণের একথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই যে,—"এই শিক্ষা এখন আমাদের কাজে আসিবে না, ইহাতে পরিবর্ত্তন আবশ্যক"। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) শিক্ষার যে-অর্থ করিয়াছেন তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বেও রহিত হয় নাই, আজও হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেই হইবে না। কি সুন্দর, সরল ও মহান শিক্ষা! "কেহ তোমাদের প্রতি জুল্‌ম করিলে তাহা বরদাস্ত কর এবং করিতে যাও; কিন্তু সে যখন তোমার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং তোমাকে বল-প্রয়োগে ধর্ম্মত্যাগী করিতে চায় এবং তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিতে চায়, তখন তোমার খোদার আদেশ এই, প্রস্তুত হও, তরবারীর মোকাবেলা তরবারী দ্বারা কর এবং হিংসার মোকাবেলা হিংসা দ্বারা কর।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম একথাও বলে যে, মানুষের চিত্ত কখনো পবিত্র হইতে পারে না, যে-পর্য্যন্ত সে ত্যাগ ও ধৈর্য্য সহকারে কার্য্য না করে। অবশ্য তরবারী চালনা দ্বারা মানুষ বাহাদুর সাজিতে পারে, অবশ্য তরবারী চালনা দ্বারা মানুষ অপরকে ভীত করিতে পারে, অবশ্য তরবারী চালনা দ্বারা মানুষের নাম দুনিয়ার কেনারায় কেনারায় পৌছিতে পারে যেমন অদ্য হিটলার ও মসোলিনীর নাম বালক-বালিকাদের মুখেও শুনা যায়। কিন্তু তরবারী চালনা করিয়া মানুষ নিজ আত্মাকে পবিত্র করিতে পারে না। কাহারো যদি চিত্তকে পবিত্র করিবার আগ্রহ থাকে তবে তাহাকে নিজের মধ্যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ত্যাগের স্পৃহা জন্মাইতে হইবে এবং লোকের অত্যাচার-উৎপীড়ন সানন্দে বরণ করিতে হইবে।

সুতরাং কেবল তরবারী চালনার ব্যবস্থাই যদি থাকিত, তবে আত্মাকে পবিত্র করিবার ব্যবস্থার অভাব থাকিয়া যাইত। অবশ্য নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং জাকাৎ-ও মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে কিন্তু আত্মাকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিবার জন্য নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতের সঙ্গে ধৈর্য্য ও সহনশীলতারও আবশ্যক।

বস্তুতঃ আল্লাহতা'লা ইসলামে, মানুষকে পবিত্র করিবার জন্য এই দুইটি পদ্ধতিই রাখিয়াছেন। ইসলামের প্রারম্ভে, আল্লাহতা'লা মোসলমানদিগকে, উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, প্রহার-গালি বরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু-কাল অতিবাহিত হইলে, কাফেরদের অত্যাচার সীমাতিক্রম করিলে, আল্লাহ্-তা'লা মোসলমানদিগকে তরবারী দ্বারা তরবারীর মোকাবেলা করিতে অনুমতি প্রদান করেন—যেন তাহাদের মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্যের গুণও সৃষ্টি হয়। আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌছাইতে চাহিয়াছিলেন এবং এই সকল পরীক্ষার ভিতর দিয়া অতিক্রম করাইয়া তিনি তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার এক মহান স্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, জগতে ইসলাম বিজয়ী হইলে এবং ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে 'ছবর' বা ধৈর্য্যের আদর্শ প্রদর্শন করিবার সুযোগ কোথায় থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, বিজয়-লাভ হইলে পরও নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহিত ব্যবহারে-ই ধৈর্য্য প্রদর্শনের সুযোগ ঘটে। তা'ছাড়া, ইসলাম বিজয়-লাভের সময়-ও যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধৈর্য্য ও সহ্য গুণ বিকাশ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছে। ইসলাম বলে, কোন শত্রু যদি সন্ধি করিবার জন্য প্রস্তাব পেশ করে, তবে তাহা প্রত্যাখান করিও না। ইসলাম যুদ্ধ-সংক্রান্ত এরূপ নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারিত করিয়াছে যে, তাহাতে মানুষ ব্যক্তিগত ক্রোধ প্রকাশ করিতে প্রতিহত হয়। কিন্তু আজ-কালকার যুদ্ধের নিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল যুদ্ধে কোন পক্ষ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াও নিস্তার লাভ করিতে পারে না, যে-পর্য্যন্ত-না সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে ফ্রান্স বিজয়ের ব্যাপারে ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু কোরানের শিক্ষা এই—"যুদ্ধকালে যদি শত্রুগণ সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও, নতুবা গোনাহ্‌গার হইবে।"

রসুল করীম (সাঃ) একবার ছাহাবাগণ সহ 'ওমরা' (হজ্ব অনুষ্ঠান) করিবার উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে মক্কায় গমন করেন। মক্কাবাসিগণ তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল, তাহাদের

সৈন্য-সংখ্যাও কম ছিল এবং তাহাদের সাহায্যকারীগণ দূর-দূরান্তে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাহারা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করিলে রসুল করীম (সাঃ) 'ওমরা' না করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন।

বস্তুতঃ শত্রুর উপর বিজয়ের সময়ও ইসলামের শিক্ষা এই যে, ধৈর্য্য ও সহ্য গুণ অবলম্বন করতঃ যুদ্ধ রহিত করিয়া দাও এবং শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইবার মানসে তাহাকে অপদস্থ ও পদ-দলিত করিও না।

এই ত গেল জেহাদ সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষা। তা'ছাড়া এরূপ কোন কোন যুগও হয় যে, তখন মোমেনদিগকে বহুকালাবধি লড়াই-ঝগড়া হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করা হয়। ফলতঃ মসিহী গুণ-বিশিষ্ট নবীগণ এইরূপই হন। তাঁহাদের সময় পুরুষানুক্রমে সমস্ত কৌমকে ধৈর্য্য সহকারে দিন-পাত করিতে হয়। যথা—হজরত মসিহ্ নাসেরীর অনুসরণকারিগণ শত শত বৎসর এইরূপে কালাতিপাত করিয়াছেন। তদ্রূপ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আবির্ভাবের পর আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো আমাদের প্রতি এই আদেশ,—"ধৈর্য্য অবলম্বন কর, অধ্যবসায় দেখাও, রোদন-ক্রন্দন এবং দোয়া দ্বারা কাজ লও," কারণ **দোয়াই আমাদের সফলতা লাভের উপায়, আমরা তরবারী দ্বারা সফলতা লাভ করিতে পারিব না।** কিন্তু আমাদের জমাতের সকল লোক এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না এবং সফলতা লাভের এই উপায়ের উপর সকলের দৃঢ় বিশ্বাস নাই। তাহারা একথা বুঝিতে পারে না যে, তাহাদের সকল শক্তি ও ক্ষমতা খোদাতা'লা দোয়াতেই নিহিত রাখিয়াছেন।

আমাদের দৃষ্টান্ত দুগ্ধ-পায়ী শিশুর ন্যায়—যাহাকে মাতা বুকে রাখিয়া দুধ পান করায়; আর যাহারা শত্রুর সহিত লড়াই করে তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই যুবকের ন্যায়, যে মাতার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার হেফাজতের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করে। উভয়ের অবস্থাই ঈর্ষণীয়। যে মাতার হেফাজতের জন্য শত্রুর সহিত লড়াই করে তাহার অবস্থা যেমন ঈর্ষণীয়, তেমনি যে মার ক্রোড়ে থাকিয়া তাহার বুকের দুধ পান করে, তাহার অবস্থাও ঈর্ষণীয়। আমরাও খোদাতা'লার ক্রোড়ে শিশু স্বরূপ, খোদাতালা আমাদের সকল কার্য্য নিজের জিম্মায় নিয়াছেন। অবশ্য শিশুর মনেও কখন কখন অন্যের ন্যায় দৌড়াইবার লাফাইবার আগ্রহ জন্মে, কিন্তু শিশুকে একটু চলিতে দিলেই সে পড়িয়া যায়, কারণ তখনো তাহার মার কোলে বসিয়া দুধ পান করিবার সময়।

মসীহী গুণ-বিশিষ্ট নবীগণের প্রাথমিক যুগেও খোদাতা'লা আপন জমাতকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া 'রহ্মত' (দয়া) ও এরফানের (তত্ত্ব-জ্ঞানের) দুধ পান করান। অবশ্য পরে এমন সময়-ও আসে যে, তাহারা পার্থিব 'বরকত' বা কল্যাণ সমূহও প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক বরকতের তুলনায়, পার্থিব বরকতের কোন মূল্যই নাই।

অতএব আমাদের জমাতের বন্ধুগণকে নিজ অবস্থা উপলব্ধি **করিয়া দোয়া ও নামাজে অধিকতর জোর দেওয়া আবশ্যক।** এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মহাল্লায় এই বিষয়ের পরিদর্শন হওয়া উচিত যে, লোক মসজিদে বা-জমাত নামাজ পড়িতে আসে কি-না। যাহারা এবিষয়ে একটু শিথিল তাহাদিগকে বা-জমাত নামাজ পড়িবার জন্য তাকিদ করা উচিত। অবশ্য এদিক দিয়া জমাতের অবস্থা অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে, এবং আমি দেখিতে পাই যে, এখন বা-জমাত নামাজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক আসে। কিন্তু তথাপি এবিষয়ে আরো মনোযোগ প্রদান আবশ্যক।

কুসংসর্গ

কুসংসর্গ যুবকদিগকে বড় কলুষিত করিয়া দেয়। অতএব যুবকদিগকে কুসংর্গ হইতে বাঁচাইয়া মসজিদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বাড়াইয়া দেওয়া উচিত; তাহাদের মধ্যে জেক্‌রে-এলাহীর (আল্লাহ্‌র নামও গুণ স্মরণের) অভ্যাস গড়িয়া তোলা উচিত এবং গল্প করিয়া সময় নষ্ট করার পরিবর্ত্তে তস্‌বিহ্-তহ্‌মিদ এবং দরুদ পাঠ করিবার জন্য তাহাদিগকে তাকিদ করা উচিত। যে-দিন আমাদের জমাতে এই অবস্থার সৃষ্টি হইবে সেই দিন তাহাদের দোয়ায়-ও 'বরকত' (সুফল) হইবে। আজকাল কতিপয় লোক কিছু দিন দোয়া করিয়া বলে যে, দোয়ায় কোন ফল হয় না। তাহাদের দোয়ার ফল না হওয়ার কারণ এই যে, মস্‌জিদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং জিক্‌রে-এলাহীর প্রতিও তাহাদের কোন মনোযোগ নাই। মসজিদের সহিত যদি তাহাদের সম্পর্ক হইত, তবে তাহাদের দোয়ায় সুফল প্রসূত হইত, কারণ খোদাতা'লা হইতে কিছু প্রার্থনা করিবার প্রকৃত স্থান হইল, খোদার ঘর এবং মসজিদই খোদার ঘর। কোন বন্ধু হইতে কোন জিনিষ চাহিতে হইলে তাঁহার গৃহে যাইয়াই চাইতে হয়, নিজ গৃহে বসিয়াই যদি বন্ধুর নিকট হইতে খাদ্য বা পানীয় প্রার্থনা করা হয়, তবে প্রার্থী কিছুই পাইবে না। অবশ্য বন্ধুর গৃহে যাইয়া চাহিলে, বন্ধু তৎক্ষণাৎ দিয়া দিবে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খোদা সকল স্থানেই দোয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি যখন এই শর্ত্ত করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার ঘরে যাইয়া দোয়া করিলে তিনি অধিক শ্রবণ করিবেন, এরূপাবস্থায় তাঁহার ঘরে যাইয়া দোয়া করাই উচিত।

বস্তুতঃ মসজিদ আল্লাহ্‌তা'লার ঘর। ইহাকে সর্ব্বদা নামাজ, দোয়া ও জিক্‌রে-এলাহী দ্বারা আবাদ রাখ এবং বিশেষ করিয়া **নিজ সন্তানদিগকে মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত কর।** তোমরা নিজেরা যদি দিবা-রাত্র আল্লাহ্‌তা'লার এবাদতে মশ্‌গুল্ থাক, অথচ তোমাদের সন্তান-সন্ততির তৎপ্রতি মনোযোগ না থাকে এবং তোমরাও তাহাদের সংশোধনের চেষ্টা না কর তবে প্রকৃত-পক্ষে তোমরা নিজ সন্তান সন্ততির উপর মহা জুল্‌ম করিবে, এবং তোমাদের চেয়ে বড় শত্রু আর তাহাদের কেহই হইবে না। তদ্রূপ সেই মাতাও সন্তানের পরম শত্রু যে সন্তানের কোন রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু খোদাতা'লার 'এবাদত' করিবার সময় আসিলে বলিয়া দেয়—"সে এখনো কচি বালক, তাহাকে কি

বলিব"—এবং এইরূপে চিরকালের জন্য তাহাকে পুণ্য কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়।

অতএব আমাদের সেই পথই অবলম্বন করা উচিত যাহা খোদাতা'লা আমাদের কৃতকার্য্যতার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সেই পথ অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত আমাদের অবস্থা ঠিক তেমনি হইবে যেমন ভারতবর্ষে থাকিয়া পূর্ব্ব দিক মুখ করিয়া, বা এমেন ও এডেনে থাকিয়া দক্ষিণ দিক মুখ করিয়া নামাজ পড়ার অবস্থা! এই সকল লোকের নামাজ যেমন কবুল হইবে না, তদ্রূপ যাহারা কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত পন্থা অবলম্ব করিবে না তাহাদের কৃতকার্য্যতাও লাভ হইবে না। আমি বলিয়াছি যে, আমাদের কৃতকার্য্যতা লাভের পথ হইল—আল্লাহ্‌তা'লার দরগাহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এই নিবেদন জানান যে, আমরা যাহা কিছু চাই তাঁহার নিকট হইতেই চাই। এই পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের কৃতকার্য্যতা লাভ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দুনিয়াতে যে-কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত হউক না কেন, যত বড় বিপদের পাহাড়ই ভাঙ্গিয়া পড়ুক না কেন, এই পন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের কৃতকার্য্যতা সুনিশ্চিত। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহ্‌তা'লার নির্দ্ধারিত পন্থা ছাড়িয়া দেই এবং অন্যান্য জাতির দেখা-দেখি মনে করি যে, তাহারা যে-পথ অবলম্বন করিয়া উন্নতি করিয়াছে, আমরাও সেই পথ ধরিয়াই উন্নতি করিতে পারিব, তবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং দুনিয়ার সমস্ত শক্তির সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের কৃতকার্য্যতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। **আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের জন্য এই পন্থাই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার দরগাহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সদনে দোয়া করিতে থাকিব।**

অতএব খোদাতা'লা তোমাদের জন্য যে-পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন কর। এই পথ ছাড়িয়া দিলে তোমরা কখনো কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না, আর এই পথ ধরিলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তোমরা কৃতকার্য্য ও সাফল্য-মণ্ডিত হইবে—ইন্‌শা-আল্লাহ।

যাই কোন পথে *

আমার বয়স চল্লিশের উপর, পঞ্চাশ ধর ধর, দাঁড়িগুলি সাদা হইতে শুরু করিয়াছে, খেজাব দিয়া এই বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ঢাকিয়া রাখিবার শত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি নাই। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া দেখি, বার্দ্ধক্যের লক্ষণ দাঁড়ির শুভ্র-রেখা ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঁকি মারিতেছে।

যৌবন কালটা আমি বে-পরওয়া ভাবেই কাটাইয়াছি, আমাকেও এক দিন মরিতে হইবে, এই রঙ্গীন দুনিয়া আমাকে নিজ মোহের আবেশে চিরকাল ধরিয়া রাখিতে পারিবে না—এই কথাটা আমার মনে ইতিপূর্ব্বে উদয় হয় নাই। এখন আমি আশ্চর্য্য হইতেছি, এই নিছক সত্যটা যাহা চখের সামনে নিত্যই ঘটিতেছিল কেমন করিয়া আমার কাছে ধরা পড়ে নাই?

যাক্‌ এখন মৃত্যুর সমন বার্দ্ধক্যের লক্ষণ যখন অদমনীয় হইয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ এক দিন ধাঁ করিয়া মনে এই কথাটা আসিয়া উদিত হইল—আমাকেও না এক দিন মরিতে হইবে, এই সুখের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যাইতেই ত হইবে, কিছুতেই ত আর এখানে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারিব না।

তবে যেখানে যাইব সেই-খানকার জন্য ত এখনও ভাবি নাই, কিছুই করি নাই। মনটা বিষাদে ভরিয়া গেল, অস্থির হইয়া পড়িলাম, ধর্ম্ম-কর্ম্মের দিকে মন দিতে হইবে স্থির-সংকল্প হইয়া পীর তালাস করিতে লাগিলাম।

আমাদের বাড়ীর কাছের অনেক লোক কলিকাতা মহা-নগরীতে থাকেন, তাহাদের কেহ কেহ কোন কার্য্য উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কলিকাতার মত মহানগরে বাস করে বলিয়া আমরাও তাহাদিগকে মহা জ্ঞানী মনে করিতাম, তাহারাও নিজদিগকে আমাদের মত গ্রাম্য লোকদের মোকাবেলাতে অনেক কিছু জানা-শুনা আছে বলিয়া অনেক উপরে মনে করিতেন ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া মুরব্বিয়ানা তালে আমাদের অনেক ব্যাপারে বুঝ-সমঝ দিবার মেহেরবাণী করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাহাদের সকলেরই যে বয়সও আমার চেয়ে বেশী ছিল তাহা নহে বরং অনেকেরই বয়স অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। কিন্তু কলিকাতাবাসীদের মোকাবেলাতে আমরা গ্রাম্য-বাসীরা বয়সের বেশ-কমের কথা মনেই করিতাম না, তাহাদের জ্ঞানের কাছে সব সময়ই মাথা নোয়াইয়া রাখিতাম।

আমি আমার আখেরেতার জীবনের জন্য—যেখানে আমাকে যাইতেই হইবে সেখানকার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য পীর তালাস করিতেছি এমন সময় আমার এক কলিকাতাবাসী প্রতিবাসী আমাকে এই জ্ঞান দান করিলেন যে, কলিকাতা সহরে এক জন মস্ত বড় পীর আছেন, আজানগাছির পীর বলিয়া মশহুর, বর্ত্তমানে তাঁহার মত এত কেরামতশালী আর কোন পীর নাই—তিনি কলিকাতা নগরীর কুতুব, তাঁহারই জন্য কলিকাতা সহর ধ্বংশ হইতেছে না—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এই মহানগরীবাসী মহাজ্ঞানীর নিকট সকৃতজ্ঞ শ্রবণে এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

বহু দিনের কষ্টের অর্জ্জিত সঞ্চিত টাকাগুলি সঙ্গে লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, স্ত্রীকে বলিয়া গেলাম,

---

* এই প্রবন্ধ-লিখক—মৌলানা জিলুর রাহমান সাহেব, গল্পচ্ছলে মোসলমান জাতির বর্ত্তমান ধর্ম্মীয় অবস্থার একটি সুন্দর ও সঠিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সঃ আঃ

পীর ছাহেব কেবলার মুরীদ হইয়াই ফিরিয়া আসিব, আর তিনি যদি অন্য কোন জেয়ারতে যাইতে বলেন তবে তাহাও করিয়া আসিব, খাবরাইও না, আর ঘাবরাইলেই কি করিব, আমাকে আখেরাতের পথ দেখিতেই হইবে।

পথি-মধ্যে এক ষ্টেশনে আসিয়া আরও কতক জন সুফীয়ানা সাজে ভূষিত জোব্বা পরিহিত লোক সওয়ার হইলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কোথায় তশরীফ নিবেন? বলিলেন, আমরা হজরত পীর সাহেব কেবলার খেদমতে ফুরফুরা শরীফ যাইব। আমি বলিলাম, আমিও ত পীর সাহেব কেবলার খেদমতে যাইবার জন্যই বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া আসিয়াছি, তবে তিনি না কলিকাতা থাকেন সব সময়ই, আপনারা ফুরফুরা যাইবেন কেন? ফুরফুরা কোথায়? উত্তর করিলেন, "ফুরফুরা চিনেন না, কোথা হইতে আসিয়াছেন আপনি? বাঙ্গালার জগদ্বিখ্যাত দুনিয়ার অদ্বিতীয় পীর হজরত আবুবকর সাহেবের দৌলতখানা যেখানে আছে সেই ফুরফুরা শরীফকেই আপনি চিনেন না? লক্ষ লক্ষ মুরীদান যার তাবেদারী করিতেছে তার পবিত্র জন্মস্থানকেই আপনি চিনেন না? আশ্চর্য্য! আমি বলিলাম, তবে না হজরত আজানগাছির পীর সাহেব কেবলা আজ সবচেয়ে বড় পীর, কলিকাতার কুতুব? আমার এই কথা শুনিয়া সকলই 'দূর' 'দূর' করিয়া উঠিল, আর আজানগাছির পীর সাহেবকে মরদুদ সাব্যস্ত করিয়া কত বড় বড় মৌলানাগণের দস্তখতি ফতওয়া বাহির হইয়াছে তাহা বলিল।

আমি অবাক হইয়া গেলাম, এই সমস্ত ভদ্রলোকদের কাছে বেকুফ হইয়া বসিয়া পড়িলাম, গাড়ী কিন্তু বসিয়া রহিল না, চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে অবশেষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। সকলের সঙ্গে আমিও নামিয়া পড়িলাম, এবং ধরমতলা আমারই এক প্রতিবেশীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া শুনি, সেই খানে এক মস্ত বড় তর্ক-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ক্রমে আস্তিন গুটাইয়া হাতাহাতির উপক্রম আর কি?

জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিলাম, তাহার সার-মর্ম্ম এই—এক দল লোক বলিতেছে, আজানগাছির পীর ছাহেব কেবলা ছাচ্চা পীর—কলিকাতার কুতুব, আজকাল দুনিয়াতে এমন আর কেহ নাই। আর এক দল বলিতেছে, আজানগাছির পীর ত একটা ভণ্ড দোকানদার, পীর কিসের? ছাচ্চা পীর হইয়াছেন ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা। আর একজন বলিতেছেন, ফরিদপুরের দুদুমিঞা সাহেবের নাতি পীর বাদসাহ মিঞার মত পীর এই আখেরি জমানাতে আর কেহ নাই। এই নিয়া ঝগড়া।

আমি ত অবাক! কলিকাতা মহানগরীবাসী এই মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞদের মধ্যেই যখন এত ঝগড়া আমি যাই কোন পথে? এত বড় বড় বুজুরগানে দীন যখন একজন আর একজনকে কাফের বলিতেছে, আমি কাকেই বা অলি বলি, কাকেই বা কাফের বলি। আমি ত এত বড় বড় বুজুরগানের কারও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না, তবে আমি যাই কোন পথে? আমি মৌন ভাবে বসিয়া ভাবিতেছি, এত টাকা খরচ করিয়া আসিলাম, আমি যাই কোন পথে?

এমন সময় বিজ্ঞজনোচিত চেহারা ও ধার্ম্মিক জনোচিত দাঁড়ি-বিশিষ্ট একজন লোক আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করতঃ আমার কথা জানিয়া, আমাকে এক সুপরামর্শ দিলেন। এই হীন বাঙ্গালা দেশে কোথায় আপনি ছাচ্চা পীর তালাস করিতেছেন, আপনি যান হিন্দুস্থানে, কত বড় বড় আলেম-এলেমের দরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে! হাদিছ, কোরান, ফেকাহ্, অছুল, মন্তেক, ফেলছফা ও তাছাউফ মুখরিত হিন্দুস্থানে না গিয়া বাঙ্গালা দেশে থাকিয়াই আপনি ছাচ্চা পীর তালাস করিতেছেন? এখানে সব ভণ্ড, সব ভণ্ড—ইত্যাদি।

আমি ছুটিলাম হিন্দুস্থানের দিকে—মৌলানা আশরফ আলী থানবী নাকি এক জন অতি বড় আলেম এবং পীর আছেন, তাঁহার তালাসে, তাঁহার জিয়ারত লাভ করিবার মানসে। পথিমধ্যে এক জন বলিলেন, কোথায় যাইতেছেন মরদুদের কাছে? আপনি জানেন না হিন্দুস্থানের লাট মৌলবী আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী তাহার এবং দেওবন্দিদের বিরুদ্ধে এক ফতওয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি, এমন কি, তাঁহার উস্তাদ রসিদ আহম্মদ গাঙ্গুহী এবং দেওবন্দি ইত্যাদি হিন্দুস্থানের যাবতীয় মৌলভী কাফের, এবং এই ফতওয়াতে মক্কা-মদিনার বড় বড় আল্লামাগণ পর্য্যন্ত মোহর করিয়াছেন, ফতওয়া খানার নাম 'হুছামুল হেরমাইন' (মক্কামদিনার তরবারী)। হিন্দুস্থানের যাবতীয় মৌলবী-মৌলানা কাফের, কেবল লাট মৌলানা ছাড়া। আচ্ছা যাই লাট মৌলানার কাছে। সেই লাট মৌলানা আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের খেদমতের দিকে রওয়ানা হইয়াছি, রামপুর ষ্টেশনে রামপুর ষ্টেটের এক জন মৌলানা আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে আমারই গাড়িতে উঠিলেন; কথায় কথায় আমার মতলব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন মরদুদের কাছে, সে কি আর মুসলমান আছে, মুসলমানকে কাফের বানাইতে বানাইতে সে যে বড় কাফের। আমি বলিলাম, আচ্ছা তা' হইলে বলুন ত আমি যাই কোন পথে?

তিনি যেন তাঁহার নিজের রামপুরের কথা বলিতে একটু লজ্জা বোধ করিলেন, নিজে নিজে কেমন করিয়া নিজের কথা বা নিজের দলের কথা বলিবেন, কাজেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়া ফেলিলেন, কেন, দেওবন্দ দারুল-হাদিছের কথা শুনেন নাই, জগদ্বিখ্যাত দারুল-হাদিস দেওবন্দে কত বড় বড় আলেম পড়িয়া রহিয়াছেন, সেখান হইতেই ত আপনাদের দেশেও কত লোক পড়িয়া বড় আল্লামা হইয়া দেস্তারে-ফজিলত লইয়া গিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন, দেওবন্দের কথা জানেন না?

আমি বলিলাম, দেওবন্দের কথাও ত শুনিয়াছি, সেখানকার মৌলানারা নাকি 'কাওয়া' খায়? আরও কত কি শুনিয়াছি, মক্কা-মদিনার আল্লামাগণ নাকি তাঁহাদিগকেও কাফেরের ফতওয়া দিয়াছেন? আচ্ছা বলুন, আমি যাই কোন পথে?

তখন লাজওয়াব হইয়াই যেন তিনি বলিলেন, আপনার জন্য মক্কা-মদিনা যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই, আর কারও প্রতি, আপনি সরল মানুষ, আপনার বিশ্বাস হইবে না।

আমার হাতের টাকা তখন ফুরাইয়া আসিয়াছে; বিবী-সাহেবাকে পত্র লিখিলাম, বোম্বাইর ঠিকানায় জমি বিক্রি করিয়া টাকা পাঠাইও, আমি মক্কা-মদিনা যাইব, একবার যখন বাহির

হইয়াছি, আখেরাত সম্বন্ধে একটা কিছু বিহিত না করিয়া ফিরিব না, ইত্যাদি।

বোম্বাই যাইয়া এক ঠিকানায়, যাহার কথা পূর্ব্বেই বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, উঠিলাম ও টাকার এন্তেজার করিতে লাগিলাম, আমার সহধর্ম্মিনী তাঁহার নিজের নামের জমি বিক্রয় করিয়া আমার নামে টাকা পাঠাইয়া দিলেন, আমি যথাসময়ে মক্কার দিকে হজ-যাত্রী জাহাজে উঠিয়া রওয়ানা হইলাম।

মক্কা যাইয়া দেখি, সেখানেও গোলমাল। এক দল বলে, মক্কার শরীফের দল গুমরাহ, কবর-পরস্ত ইত্যাদি, ইব্‌নে ছাওদ—আজকাল মক্কা-মদিনা যার হেফাজতে আছে—তিনিই আজকাল মোসলমানদের নেতা, ইসলামের ছাচ্চা পথ-প্রদর্শক। আর এক দল বলে, আরে এ ত লা-মজহাবী, ওহাবী ইত্যাদি।

এখানে আসিয়াও আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম, আমি যাই কোন পথে?

এক জন দরদী লোক আমার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, আপনি কোথায় মক্কা আসিয়াছেন, মক্কা-মদিনার কি আর সেই দিন আছে? আপনি যান খলিফাতুল-মোসলিমীন আমীরুল-মুমেনীন হজরত সুলতানে রোমের কাছে কুস্তনতুনিয়া। খলিফাই হচ্ছেন ইসলামের আসল নেতা, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা ছাড়া মুসলমানদের গত্যান্তর নাই।

ছুটিলাম তুরস্কের দিকে, সেইখানে গিয়া দেখি, সেইখানকার গোলমাল আরও বড়; কামালপাশা খ্রীষ্টানদের কবল হইতে মুস্‌লিম শক্তিকে কতকটা রক্ষা করিয়া খলিফাকে তাড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাঁহার পক্ষের বড় বড় রাজনৈতিকগণ বলিতেছেন, আরে এই খলিফা ত ইস্‌লামকে খ্রীষ্টানদের হাতে বিক্রি করিতে বসিয়াছিল, তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত না করিলে ইস্‌লামের আর রক্ষা নাই। কামালপাশা না হইলে আজ ইস্‌লাম রসাতলে গিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন ক্রমে অনেক কষ্টেস্বষ্টে কামালপাশার দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ত তাঁহাকে মোসলমান বলিয়া চিনিতেই পারিলাম না, পরে তাঁহাকে চিনিয়া লইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য বুঝাইয়া বলিলাম! তিনি উত্তর করিলেন, আমি এই সমস্ত জাতি-গত কোন ধর্ম্ম-টর্ম্ম বুঝি না, আপনি যান, নিজের ধর্ম্ম যাইয়া নিজে পালন করুন। আগে জাতির জান বাঁচিলে ত পরে ধর্ম্ম? আমি জাতির জান বাঁচাইবার জন্য যাহা করিয়াছি, আরও করিব,—ইত্যাদি। আমি এখান হইতেও বিফল মনোরথ হইয়া বিষাদিত মনে ফিরিয়া আসিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, যাই কোন পথে?

আমি যাই কোন পথে? আমি যাই কোন পথে? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি, আপনা-আপনিই আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "হে আল্লাহ তুমি বাত্‌লাইয়া দাও, আমি যাই কোন্ পথে? এই জন্য যে আমি আমার সম্পত্তি পর্য্যন্ত নষ্ট করিলাম, ইহকালও হারাইলাম, পরকালও পাইলাম না, হায় আমি যাই কোন পথে?"

আচ্ছা আল্লাহ্—বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্—যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠাইয়া বারবার মানুষকে বাত্‌লাইয়া দিয়াছেন মানুষকে কোন পথে যাইতে হইবে, সেই বিশ্বের করুণাময় স্রষ্টা কি এখন এমন দরকারী সময়, কেবল আমাকে নয়, সমস্ত মানব-জগতকে বাত্‌লাইয়া দিবেন না, আমরা যাই কোন পথে? আখেরি জমানায় ত ইমাম মাহদী নামে এক জন আসিয়া মোসলমানদিগকে পথ বাত্‌লাইয়া দিবার কথা আছে; তবে কি তিনি আসিয়াছেন? তাঁহার আবির্ভাবের সময় কি হইয়াছে? আমি কোথায় যাই, কোথায় গেলে তাঁহার খবর পাই? আমি এখন যাই কোন পথে?

—সত্যানুসন্ধিৎসু

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পুনঃ পুনঃ জানান সত্বেও বঙ্গীয় আহ্‌মদীয়া জমাতের অনেক বন্ধুই আমাদের নামে চাঁদার টাকা পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে কখন কখন অসুবিধা হইয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমাদের পুনরায় অনুরোধ যে, তাঁহারা আমাদের নিজ নামে টাকা না পাঠাইয়া নিম্নলিখিত রূপে পাঠাইবেন ঃ—জেনারেল সেক্রেটারী (বা সেক্রেটারী)—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এইরূপে পাঠাইলে বর্ত্তমান অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

খাকছার—
মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী
আবদুর রাহমান খাঁ

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের অসিয়ত ও আহ্‌মদী জমাত

হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) অসিয়ত পাঠ করিয়া সমস্ত আহ্‌মদীয়া জগতে এক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বন্ধুগণ ব্যক্তিগত ভাবে ও জমাত হিসাবে হুজুরের (আইঃ) দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য দরদে দিলের সহিত দোয়া করিতেছেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ছদকা করিতেছেন। কেহ হয়তো গরু-বকরী ইত্যাদি জবেহ করিয়া ছদকা-খয়রাত করিতেছেন, কেহ হয়তো ছদকার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের নাজের জেয়াফতের নিকট বা মোহাসেবের নিকট বা স্বয়ং হজরত আমীরুল মোমেনীনের নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতেছেন। যে-সকল জমাত হুজুরের (আইঃ) দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়া দরদে-দেলের সহিত দোয়া এবং ছদকা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম আমরা বিগত সখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি, আরো কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

শ্রীনগর (কাশ্মির)—ছদকা দানের জন্য পঁচিশ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি ছাগল ছদকা করিয়াছে এবং অবশিষ্ট টাকা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে।

বেরিলী—ছদ্‌কার জন্য ৩৬৲ টাকা সদর আঞ্জোমনে প্রেরণ করিয়াছে এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ এক দিবস রোজা রাখিয়াছে।

সম্বুর—তিনটি ছাগল ছদকা করিয়াছে এবং কিছু আটা ও ঘি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে।

সুঙ্গরা (কটক)—একটি গরু ও দুইটি ছাগল ছদকা করিয়াছে। জনৈক ভ্রাতা পঞ্চাশ জন লোককে খাওয়াইয়াছে এবং কিছু পয়সা বিতরণ করিয়াছে।

রৌড়ী (সিন্ধুদেশ)—১১৷৷০ সদর আঞ্জোমনে ছদকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছে।

কোট রহমত খাঁ—১৬৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দুইটি ছাগল ছদকা করিয়াছে এবং দুই ডেগ পোলাও পাকাইয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে।

জমসেদপুর—ছদ্‌কার উদ্দেশ্যে ৪১৮৲ চাঁদা তুলিয়া সদর-আঞ্জোমনে পাঠাইয়াছে।

সিয়ালকুট—একটি ছাগল ছদকা করিয়াছে।

বাবছিয়া—৪০৲ টাকা ছদকার উদ্দেশ্যে হজরত আমীরুল মোমেনীর নিকট প্রেরণ করিয়াছে এবং এক ডেগ পোলাও ও কিছু আটা বিধবা ও এতীমদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে।

লাইলপুর—১৫৲ টাকা ছদকার উদ্দেশ্যে হজরত আমীরুল-মোমেনীনের খেদমতে প্রেরণ করিয়াছে।

জব্বলপুর (সি, পি)—একটি ছাগল ছাদকা করিয়াছে এবং কতিপয় ভ্রাতা রোজাও রাখিয়াছেন।

বালাকুট—কিছু অর্থ ছাদকা করিয়াছে।

আম্বালা—পাঁচটি মেষ ছদকা করিয়াছ এবং সোয়া দুই মণ আটা বিতরণ করিয়াছে এবং একদিন রোজা রাখিয়াছে।

হুসিয়ারপুর—দুইটি ছাগল ছদকা করিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ—বিশ জন ফকিরকে খাওয়াইয়াছে।

করীমপুর (জালান্ধর)—একটি গরু জবেহ করিয়া সদকা করিয়াছে এবং আটা বিতরণ করিয়াছে।

ছদকা দ্বারা বিপদ টলিতে পারে

(একটি স্বপ্ন)

সম্প্রতি এক ব্যক্তি হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খেদমতে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেন। স্বপ্নটি তিনি হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) পরলোকগতা ভার্য্যা হজরত সায়েরা বেগম সাহেবা সম্পর্কে তাঁহার মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নটির মর্ম্ম এই যে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যেন আসিয়া হজরত সায়েরা বেগমকে সঙ্গে লইয়া এক দিকে চলিয়াছেন। পিছে পিছে আরো বহু লোক চলিয়াছে, তন্মধ্যে হজরত আমীরুল-মোমেনীনও (আইঃ) আছেন। হজরত আমীরুল-মোমেনীন যেন হজরত সায়েরা বেগমকে ডাকিতেছেন, কিন্তু তিনি সাড়া দিতেছেন না। অতঃপর তাঁহাকে নিবার জন্য এক খানা সুন্দর গাড়ী আসে। হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) অনুরোধ করিলেন, "আপনি সায়েরা বেগমকে সঙ্গে নিবেন না, তাঁহাকে রাখিয়া যান।" কিন্তু হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "তুমি কোন ছদকা তো কর নাই, অতএব আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি হজরত সায়েরা বেগম সহ গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া যান। (হজরত আমীরুল-মোমেনীন বলেন যে, তাঁহার রুগ্নাবস্থার এবং মৃত্যু-কালে তিনি বাহিরে ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সংবাদ পান)।

এই স্বপ্ন দ্বারা বুঝা যায় যে, ছদকা দ্বারা বিপদ টলিতে পারে।

হজরত রসুল-করীমের অমূল্য উপদেশ

কৃতকার্য্যতা লাভের উপায়—অধ্যবসায়

কাদিয়ানের হজরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দরসুল-হাদীসের সংক্ষিপ্ত নোট

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুল করীম (সাঃ) প্রত্যেক রাত্রেই বিনা-ব্যতিক্রমে নফল নামাজ পড়িতেন এবং প্রাতঃকালে চাশ্‌তের নামাজ পর্য্যন্ত বসিয়া 'তস্‌বিহ' (আল্লাহর গুণ-গান) ও 'তজ্‌কির' (আল্লাহর নাম-স্মরণ) করিতেন। কতিপয় লোক হুজুরের (সাঃ) এই উপাসনার দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ন্যায় নফল নামাজ ও তস্‌বিহ-তজকির করিতে আরম্ভ করেন। হুজুর (সাঃ) তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

يا يها الناس خزوامن الا عمال ما تطيقون فان
الله لا يهل حتي تملوا وان احب الاعمال
الي الله مادارم وان قل —

—অর্থাৎ, "হে লোকগণ ! ততটুকু কাজের দায়িত্বই তোমরা গ্রহণ কর, যতটুকু তোমরা সহজে এবং অধ্যবসায়ের সহিত সর্ব্বদা সম্পাদন করিয়া যাইতে পার। এই যে তোমরা আমার দেখা-দেখি 'রেয়াজত' (সাধনা) আরম্ভ করিয়াছ, অবশ্য খোদাতা'লা তো তোমাদের এই রেয়াজত গ্রহণ করিতে ক্লান্ত হইবেন না, কিন্তু তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সেই পুণ্য কাজই অধিকতর প্রিয় যাহা ছোট হইলেও অনবরত করা হয় এবং পূর্ণ ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ের সহিত বিনা-ব্যতিক্রমে করা হয়।

হজরত মসিহ মাউদও (আঃ) বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তি নিজ ক্ষমতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক আনা করিয়াও চাঁদা প্রেরণ করেন, তাঁহার এই পুণ্য খোদাতা'লার নিকট সেই ব্যক্তির পুণ্য হইতে অধিকতর আদরনীয় যে চারি বৎসর পর শৈথিল্যের নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া এক শত টাকাই দিয়া আবার শুইয়া পড়ে এবং পুনঃ চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ কিছুই প্রেরণ করে না।

অধ্যবসায় ছাড়া কোন উন্নতিই—পার্থিবই হউক, আর আধ্যাত্মিকই হউক—লাভ হয় না। যে জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে অধ্যবসায় থাকে না তাহারা সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হয়। হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন-ওমর ধর্ম্ম ও সংসার উভয় দিক দিয়াই উন্নত লোক ছিলেন। তাঁহার এই উন্নতির মূল কারণ ছিল—অধ্যবসায়। আঁ-হজরত (সাঃ) তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যেন তিনি প্রত্যেক কাজেই অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহা যত ছোটই হউক না কেন।

হজরত আয়েশাকে (রাঃ) যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, "আঁ-হজরতের (সাঃ) নিকট সবচেয়ে পুণ্য কাজ কোনটি ছিল ?" তখন তিনি এই উত্তরই দিতেন—

مادوام عليه صاحبه وان قل

—অর্থাৎ যে কাজে অধ্যবসায় অবলম্বন করা হয়, এবং ছোট হইলেও সর্ব্বদা করা হয়।

অতএব যে ব্যক্তি সময় নষ্ট করে না, বরং অল্প বিস্তর কাজ সর্ব্বদাই করিতে থাকে সে-ই পরিণামে উত্তম ফল লাভ করে।

এখানে (কাদিয়ানে) একটা বালক পাগল হইয়া গিয়াছিল। হজরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল (রাঃ) তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সে কোরান 'হেফ্‌জ' (কণ্ঠস্থ) করিতেছিল এবং দৈনিক এক সিপারা করিয়া হেফ্‌জ্‌ করিত। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "মস্তিষ্ক দ্বারা ততটুক্‌ কাজই নেও যতটুক্‌ উহার বরদাস্ত করিবার ক্ষমতা আছে এবং দৈনিক এতটুক্‌ মুখস্ত কর যেন কোরান শেষ করা পর্য্যন্ত তোমার মস্তিষ্কে কোন অসাধারণ বোঝ না পড়ে। কিন্তু সে সেই কথা মানিল না এবং দৈনিক এক সিপারা করিয়াই মুখস্থ করিতে লাগিল। একুশ দিনে সে একুশ সিপারা শেষ করিল। দ্বাবিংশ রোজ সে আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, "খোদা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে যে, তিনি বাস্তবিকই আছেন কি-না।" এখন ভাবিয়া দেখ, কোথায় তাহার এই অবস্থা ছিল যে, সে কোরানকে খোদার বাণী মনে করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেছিল, কিন্তু ইসলামী বিধানের অমর্য্যাদা করায় তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়া তাহার অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, সে খোদার অস্তিত্বের উপরই সন্দিহান হইয়া পড়িল।

পরীক্ষার সময় কোন কোন ছাত্র সারা রাত্র-দিন পড়া-শুনা করে। ফলে বহু ছাত্র স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলে, পাগল হইয়া যায় এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়ের উপর এরূপ বোঝ পড়ে যে, শিক্ষা শেষ করিয়া যখন চাকরীর প্রার্থী হয় তখন শত করা পঁচাত্তর জনই মেডিকেলী অযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসে—কাহারো দৃষ্টি-শক্তি হীন হইয়া যায়, কাহারো শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পাইয়া যায়, এবং এই সব ইসলামের উপরোক্ত নীতির অমর্য্যাদা করার ফলে হয়।

অতএব উপরুক্ত হাদীসটী আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত এবং উহা পূর্ণরূপে পালন করা উচিত।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) সিন্দু-দেশ হইতে কাদিয়ান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। খোদাতালার ফজলে তাঁহার শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিবেন।

লণ্ডন সংবাদ

লণ্ডন হইতে ২রা সেপ্টেম্বর মৌলবী জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেব তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে লণ্ডনে উক্ত জাহাজের আক্রমণ খুব বেশী হইতেছে। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। আহ্মদীয়া জমাতের সকল বন্ধুগণই খোদার-ফজলে মঙ্গলমতেই আছেন—আলহামদুলিল্লাহ্। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী

আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ পশ্চিম বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে সুদীর্ঘ টুর সমাপ্ত করিয়া খোদাতা'লার ফজলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিরাপদে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কাদিয়ানে তবলীগ

এক মাসে ২০১ জনের দীক্ষা গ্রহণ

বিগত আগষ্ট মাসে কাদিয়ান ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে খোদাতা'লার ফজলে ২০১ জন লোক বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত কৃষক, তিন জন গ্রামের সর্দ্দার, চারি জন মেট্রিক পাস, এক জন রিটায়ার্ড মিলিটারী হাওয়ালদার এবং এক জন নেতৃস্থানীয় লোক। এই মাসে ১১টি নূতন গ্রামে আহমদী হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন জমাত গঠিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদে তবলীগ

খরিন্দা—বিগত ১৭ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত খরিন্দা গ্রামে এক তবলীগী সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে সদর আঞ্জোমনের মোবাল্লেগ মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ এবং আমাদের অনারারী মোবাল্লেগ মৌলবী কোরেশী মোহাম্মদ হানীফ সাহেব যথাক্রমে "হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা" এবং "হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতার নিদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন এবং বক্তৃতা শেষে কতিপয় প্রশ্ন করেন। মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ তাহার সন্তোষজনক উত্তর দেন।

আঙ্গারপুর—১৮ই আগষ্ট আঙ্গারপুর গ্রামে এক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব 'এস্লাহ্' বা আত্ম-সংশোধন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিরামপুর—১৯শে আগষ্ট বিরামপুর গ্রামে সভা হয়। তাহাতে মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব এবং হাফিজ মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ্ সাহেব হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ডাঙ্গাপাড়া—২০শে আগষ্ট ডাঙ্গাপাড়ায় আর এক সভা হয়। মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব "হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু গয়ের-আহমদী ভ্রাতা সেই সভায় যোগদান করেন। বক্তৃতা শেষে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন এবং তাহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হয়।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তবলীগ

টবুরা ও টাঙ্গানিকার মোবাল্লেগ মৌলবী মোবারক আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে, তিনি তথায় রীতিমত কোরান শরীফ ও হজরত মসিহ মাউদের গ্রন্থের দরস্ দিয়া আসিতেছেন এবং তথাকার সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিতেছেন। কতিপয় লোককে ট্রাক্ট সরবরাহ করিয়াও তবলীগ করিয়াছেন। খোদাতা'লার ফজলে তিন জন আফ্রিকান বয়েত করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমেরিকায় তবলীগ

আমাদের শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী ভ্রাতা জোনাব সুফি মুতিউর রাহমান সাহেব সম্প্রতি পূর্ব্ব আমেরিকায় এক টুর করিয়া সেখানকার বিভিন্ন আহমদীয়া জমাত পরিদর্শন ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্লেভলেণ্ডের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথাকার লোকগণ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের উদ্যোগে তথায় জোনাব সুফি সাহেবের দুইটি বক্তৃতা হয় এবং উভয় বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ মোহিত হন। তথাকার মোসলমানগণ জোনাব সুফি সাহেবের সম্মানার্থ তাঁহাকে এক ডিনারে নিমন্ত্রিত করেন।

তাহরিক-জদীদের সভা

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার দিন দেবগ্রাম-খরমপুর আঞ্জোমনের সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম সাহেবের সভাপতিত্বে দেবগ্রামে তাহরিকে-জদিদের সভা হইয়া গিয়াছে।

উক্ত সভার সভাপতি সাহেব তাহরিকে-জদিদের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা এবং তাহরিকে-জদিদের উনিশটী মোতালেবা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী রউফদাদ খাঁ সাহেব তাহরিকে-জদিদের উদ্দেশ্য এবং তৎপ্রতি আমাদের যে যে কর্ত্তব্য আছে তাহা বর্ণনা করিয়া দেন।

সেই গ্রামের হাইস্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্র মাষ্টার ছালাউদ্দিন চৌধুরী, তাহরিকে-জদিদ সম্বন্ধে মৌলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার সাহেবের বক্তৃতার কতক অংশ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজালসে-খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার মাসিক রিপোর্ট

মাহে জহুর বা আগষ্ট মাস

১। এই মাসে ৫৭ জনকে তবলীগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ জন হিন্দু অবশিষ্ট ৫৬ জন গয়ের-আহমদী মোসলমান।

২। এই মাসে ১৬ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩ জন আহমদী এবং একজনকে ৫/১৫ দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৩ জন গয়ের-আহমদী মোসলমানকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেবা-কার্য্য করা হইয়াছে।

৩। এই মাসে ১৬ জন রোগীর সেবা-কার্য্য করা হইয়াছে তন্মধ্যে সমস্তই গয়ের-আহমদী মোসলমান।

৪। এই মাসে ৬ জন বিধবার সেবা-কার্য্য করা হইয়াছে, সবই গয়ের-আহমদী।

৫। এই মাসে ৩০ জনকে নামাজের জন্য তাকীদ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৩ জত আহমদী, অবশিষ্ট ২৭ জন গয়ের-আহমদী মোসলমান।

৬। এই মাসে তাহ্‌রীকে-জদীদের সভা কার্য্যে সাহায্য করা হইয়াছে।

৭। এই মাসে খোদ্দামে আহমদীয়ার উর্দ্দু শিক্ষার একটী ক্লাস হইয়াছে।

৮। এই মাসে ভৈরব হাই স্কুলের সভার কার্য্যে সাহায্য করা হইয়াছে।

৯। এই মাসে আহমদী পাড়ার মক্তবের সম্মুখস্থ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

১০। এই মাসে ১ জন বেকার ব্যক্তিকে টুকরী তৈয়ার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

১১। এই মাসে ৩ জনকে উর্দ্দু পড়ান হইয়াছে।

১২। এই মাসে ২ জন গরীবকে সাহায্য করা হইয়াছে।

১৩। এই মাসে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বারগণ "উর্দ্দু কী কায়দা" ও "তাকরীরাইণ" পাঠ করিতেছে।

খাকছার—
মোহাম্মদ ইসহাক লস্কর
কায়েদ মজলিশে-খোদ্দামুল-আহমদীয়া
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

শোক-সংবাদ

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলভী নেজাবত উল্লা সাহেব আহমদী, যিনি আমাদের ঘাটুরা সুহিলপুর আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ৯ই সেপ্টেম্বর ওফাত পাইয়াছেন ও ঘাটুরা গ্রাম নিবাসী অন্যতম মুখলেস ভ্রাতা মুন্সী দিল্লার আলী সাহেব আহমদী, তিনিও উক্ত মৌলভী সাহেবের মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে এন্তেকাল হইয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। বন্ধুগণ তাঁহাদের মাগফেরাতের জন্য খোদাতালার দরগাহে দোয়া করিবেন।

দোয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ হরিনাদি নিবাসী করমউদ্দীন মিঞার ছেলে লাবু মিঞা পীড়িত এবং নাটাই নিবাসী মৌলবী রফিক উল্লা সিকদার সাহেবের বিবি বিশেষ অসুস্থ এবং ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মুন্সী আবদুর রাহমান সরকার সাহেব আহমদী অসুস্থ এবং তাঁহার ছেলে মোহাম্মদ ইউনুছ বিশেষ পীড়িত ও মোড়াইল গ্রামের মির আবদুল জলিল সাহেব পীড়িত আছেন। তাঁহারা সকল বন্ধুগণের খেদমতে দোয়ার জন্য আরজ জানাইতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের সকলেরই স্বাস্থ্য-লাভের জন্য দোয়া করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার
চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন
স্থান—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

তারিখ—আগামী ১০ই, ১১ই, এবং ১২ই অক্টোবর, মোতাবেক
২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন

সভাপতি—মৌলবী আবদুল মগনি খান সাহেব, নাজের দাওয়াত-ও-তবলীগ, কাদিয়ান।

খোদা চাহে ত আগামী অক্টোবর মাসের ১০ই, ১১ই ও ১২ই তারিখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল-মাহাদী প্রাঙ্গনে বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে। কাদিয়ান হইতে আঞ্জোমন আহমদীয়ার তবলীগ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল মগনি খান সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া সম্প্রতি জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য এখন হইতেই তৈয়ারী করুন।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্ত্বায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তা'লা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণ ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতা'লার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তা'লার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতা'লার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তা'লা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা-বলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে—"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন……এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—এই ভাষায় হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা, এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করীমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, 'আমার বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কার রূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুল করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ

যুদ্ধের আশু অবসান, মিত্র-শক্তির সফলকাম, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের হেফাজত ও দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিতে হইবে।

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন:—

'ম্যানেজার, আহ্মদী কার্য্যালয়,' ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা, (বেঙ্গল)।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran ...	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings	8 *as.*
The Teachings of Islam ...	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions ...	12 *as.*
(Paper bound) ...	8 *as.*
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World	2 *as.*
The Message from Heaven ...	1 *a.*
Why I believe in Islam ...	1 *a.*
আহমদ চরিত	৵০
চশ্মা-এ-মসিহী	৵০
জজ্বাতুল হক (উর্দ্দু)	৵০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান	৵০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্লাম	৻১৫
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	৻৫
আমালেসালেহ্ (উর্দ্দু)	৸০
কিস্তিয়েনুহ	৵০
আল-অসিয়ত	৻১০
আসমানী-আওয়াজ	৻১০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

মিনা কৃমি-নাশক

কৃমির কারণে শিশুদের (জ্বরে) জ্বরবিকার হয়, মূর্চ্ছা যায়। এমন ব্যধি নাই যাহা কৃমি হইতে না হয়। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অতিক্ষুধা, খেন্‌-খেনানী ও রাগী ভাব ইত্যাদি বহু কুলক্ষণ শিশুদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত কৃমি-নাশক ঔষধ সেবনে কৃমি মলের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। মূল্য ৫ ডজন ॥৵০

ঠিকানা—এম, এস, রহমান
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).